



ঈশ্বরের আইন

Ishwarer Ain

আজকের খ্রিস্টানদের জন্য ঈশ্বরের আইন

ishwarerain.org

পরিশিষ্ট ৮গ: বাইবেলীয় উৎসবসমূহ — কেন আজ একটি-ও পালন করা যায় না

এই পৃষ্ঠাটি একটি ধারাবাহিক অধ্যয়নের অংশ, যেখানে ঈশ্বরের সেই আইনসমূহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে যেগুলো কেবল তখনই পালন করা সম্ভব ছিল, যখন যিরুশালেমে মন্দির বিদ্যমান ছিল।

- পরিশিষ্ট ৮ক: মন্দিরের প্রয়োজন হয় এমন ঈশ্বরের আইনসমূহ
- পরিশিষ্ট ৮থ: বলিদানসমূহ — কেন আজ সেগুলো পালন করা যায় না
- পরিশিষ্ট ৮গ: বাইবেলীয় উৎসবসমূহ — কেন আজ একটি-ও পালন করা যায় না (এই পৃষ্ঠা)।
- পরিশিষ্ট ৮ষ: শুদ্ধিকরণের আইনসমূহ — মন্দির ছাড়া কেন সেগুলো পালন করা যায় না
- পরিশিষ্ট ৮ঙ: দশমাংশ ও প্রথম ফল — কেন আজ সেগুলো পালন করা যায় না
- পরিশিষ্ট ৮চ: কমিউনিয়ন সেবা — শীশুর শেষ ভোজ ছিল পাসওভার
- পরিশিষ্ট ৮ছ: নাজারীয় ও মানতের আইনসমূহ — কেন আজ সেগুলো পালন করা যায় না
- পরিশিষ্ট ৮জ: মন্দির-সংক্রান্ত আংশিক ও প্রতীকী আনুগত্য
- পরিশিষ্ট ৮ঝ: ক্রুশ এবং মন্দির

পবিত্র উৎসবসমূহ — আইন প্রকৃতপক্ষে কী আদেশ করেছিল

বার্ষিক উৎসবগুলো কেবল উদযাপন বা সাংস্কৃতিক সমাবেশ ছিল না। সেগুলো ছিল পবিত্র সমাবেশ, যা নিবেদন, বলিদান, প্রথম ফল, দশমাংশ এবং শুদ্ধতার বিধান-এর উপর প্রতির্থিত ছিল, যেগুলো ঈশ্বর সরাসরি তাঁর নির্বাচিত মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন (দ্বিতীয় বিবরণ 12:5-6; দ্বিতীয় বিবরণ 12:11; দ্বিতীয় বিবরণ 16:2; দ্বিতীয় বিবরণ 16:5-6)। প্রতিটি প্রধান উৎসব—পাসওভার, খামিরবিহীন রুটির উৎসব, সপ্তাহের উৎসব, তুরীধ্বনির উৎসব, প্রায়শ্চিত্তের দিন এবং কুটিরবাসের উৎসব—উপাসককে ঈশ্বর যে স্থান বেছে নিয়েছেন সেই স্থানেই সদাপ্রভুর সামনে উপস্থিত হতে বাধ্য করত, মানুষের পছন্দের কোনো স্থানে নয় (দ্বিতীয় বিবরণ 16:16-17)।

- পাসওভারে মন্দিরে নিবেদিত একটি মেষ প্রয়োজন ছিল (দ্বিতীয় বিবরণ 16:5-6)।
- খামিরবিহীন রুটির উৎসবে প্রতিদিন আগুনে দহনযোগ্য নিবেদন প্রয়োজন ছিল (গণনা 28:17-19)।
- সপ্তাহের উৎসবে প্রথম ফলের নিবেদন প্রয়োজন ছিল (দ্বিতীয় বিবরণ 26:1-2; দ্বিতীয় বিবরণ 26:9-10)।
- তুরীধ্বনির উৎসবে আগুনে দহনযোগ্য বলিদান প্রয়োজন ছিল (গণনা 29:1-6)।

- প্রায়শিত্তের দিনে মহাপবিত্র স্থানে যাজকীয় আচার আবশ্যক ছিল (লেবীয় পুস্তক 16:2-34)।
- কুটিরবাসের উৎসবে প্রতিদিন বলিদান প্রয়োজন ছিল (গণনা 29:12-38)।
- অষ্টম দিনের মহাসভায় একই উৎসব চক্রের অংশ হিসেবে অতিরিক্ত নিবেদন আবশ্যক ছিল (গণনা 29:35-38)।

ঈশ্বর এই উৎসবগুলোকে অত্যন্ত নির্ভুলভাবে বর্ণনা করেছিলেন এবং বারবার জোর দিয়ে বলেছিলেন যে এগুলো তাঁর নির্ধারিত সময়, যা ঠিক তাঁর আদেশ অনুসারেই পালন করতে হবে (লেবীয় পুস্তক 23:1-2; 23:37-38)। স্থান, বলিদান, যাজক ও নিবেদন—সবকিছুই আদেশের অংশ ছিল; ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা বা প্রতীকী অভিযোজনের কোনো সুযোগ ছিল না।

অতীতে ইস্রায়েল কীভাবে এই আদেশগুলো পালন করেছিল

যখন মন্দির বিদ্যমান ছিল, তখন ইস্রায়েল ঈশ্বরের নির্দেশ অনুযায়ী উৎসবগুলো পালন করত। জনগণ নির্ধারিত সময়ে যিরুশালেমে যাত্রা করত (দ্বিতীয় বিবরণ 16:16-17; লুক 2:41-42)। তারা যাজকদের কাছে বলিদান আনত, আর যাজকেরা সেগুলো বেদীতে উৎসর্গ করত। ঈশ্বর যে স্থান পবিত্র করেছিলেন, সেখানেই তারা সদাপ্রভুর সামনে আনন্দ করত (দ্বিতীয় বিবরণ 16:11; নহেমিয়া 8:14-18)। এমনকি পাসওভার—সবচেয়ে প্রাচীন জাতীয় উৎসবটিও—ঈশ্বর যখন কেন্দ্রীয় উপাসনাস্থল স্থাপন করলেন, তখন আর ঘরে পালন করা যেত না। তা পালন করা যেত শুধুমাত্র সেই স্থানে, যেখানে সদাপ্রভু তাঁর নাম স্থাপন করেছিলেন (দ্বিতীয় বিবরণ 16:5-6)।

শাস্ত্র আরও দেখায়, যখনই ইস্রায়েল ভুলভাবে উৎসব পালনের চেষ্টা করেছে, তখন কী ঘটেছে। যিরোবিয়াম যখন বিকল্প উৎসবের দিন ও স্থান সৃষ্টি করেছিল, ঈশ্বর তার পুরো ব্যবস্থাকে পাপ হিসেবে নিন্দা করেছিলেন (১ রাজাবলি 12:31-33)। লোকেরা যখন মন্দির অবহেলা করেছিল বা অশুদ্ধতা সহ করেছিল, তখন উৎসবগুলোও গ্রহণযোগ্য হয়নি (২ ইতিহাস 30:18-20; শিশাইয় 1:11-15)। ধারা সর্বত্র একই: আনুগত্যের জন্য মন্দির অপরিহার্য ছিল, এবং মন্দির ছাড়া আনুগত্য সম্ভব ছিল না।

কেন আজ এই উৎসবের আদেশগুলো পালন করা যায় না

মন্দির ধ্বংস হওয়ার পর উৎসব পালনের জন্য যে আদিষ্ট কাঠামো প্রয়োজন ছিল, তা আর বিদ্যমান নেই। উৎসবগুলো নয়—কারণ আইন পরিবর্তিত হয়নি—বরং আবশ্যক উপাদানগুলো অনুপস্থিত:

- মন্দির নেই
- বেদী নেই
- লেবীয় যাজকস্থ নেই
- বলিদান ব্যবস্থা নেই
- প্রথম ফল নিবেদনের জন্য নির্ধারিত স্থান নেই
- পাসওভার মেষ নিবেদনের কোনো উপায় নেই
- প্রায়শিত্তের দিনের জন্য মহাপবিত্র স্থান নেই
- কুটিরবাসের সময় প্রতিদিনের বলিদান নেই

যেহেতু ঈশ্বর এই উপাদানগুলো উৎসব পালনের জন্য আবশ্যক করেছিলেন, এবং যেহেতু এগুলো প্রতিস্থাপন, অভিযোজন বা প্রতীকায়িত করা যায় না, তাই আজ প্রকৃত আনুগত্য অসম্ভব। মোশি যেমন সতর্ক করেছিলেন, ইস্রায়েলকে পাসওভার “যে কোনো নগরে” পালন করতে দেওয়া হয়নি, বরং কেবল “সেই স্থানে, যা সদাপ্রভু বেছে নেবেন” (দ্বিতীয় বিবরণ 16:5-6)। সেই স্থান আর বিদ্যমান নেই।

আইন এখনও বিদ্যমান। উৎসবগুলো এখনও বিদ্যমান। কিন্তু আনুগত্যের উপায় অপসারিত হয়েছে—ঈশ্বর নিজেই তা অপসারণ করেছেন (বিলাপগীতি 2:6-7)।

প্রতীকী বা উদ্ভাবিত উৎসব পালনের ভ্রান্তি

আজ অনেকেই প্রতীকী পুনর্নির্মাণ, উপাসনালয়ভিত্তিক সমাবেশ বা বাইবেলীয় আদেশের সরলীকৃত ক্লপের মাধ্যমে “উৎসব সম্মান” করার চেষ্টা করে:

- মেষ ছাড়া পাসওভার সেডার পালন
- বলিদান ছাড়া কুটিরবাসের উৎসব আয়োজন
- যাজকের কাছে প্রথম ফল না নিয়ে “শাভুয়ত” পালন
- তোরাতে আদেশ না দেওয়া “নতুন চাঁদের উপাসনা” সৃষ্টি
- “অনুশীলনী উৎসব” বা “ভবিষ্যদ্বাণীমূলক উৎসব” উদ্ভাবন

এইগুলোর কোনোটিই শাস্ত্রে নেই।

মোশি, দাউদ, এজরা, যীশু বা প্রেরিতদের কেউই এগুলো পালন করেননি।

এগুলো ঈশ্বরের দেওয়া আদেশের সঙ্গে মেলে না।

ঈশ্বর প্রতীকী নিবেদন গ্রহণ করেন না (লেবীয় পুস্তক 10:1-3)।

ঈশ্বর “যেকোনো স্থানে” উপাসনা গ্রহণ করেন না (দ্বিতীয় বিবরণ 12:13-14)।

ঈশ্বর মানব কল্পনায় সৃষ্টি আচার গ্রহণ করেন না (দ্বিতীয় বিবরণ 4:2)।

বলিদান ছাড়া উৎসব বাইবেলীয় উৎসব নয়।

মন্দিরে নিবেদিত মেষ ছাড়া পাসওভার পাসওভার নয়।

যাজকীয় সেবা ছাড়া “প্রায়শিত্বের দিন” আনুগত্য নয়।

মন্দির ছাড়া এই আইনগুলোর অনুকরণ বিশ্বস্ততা নয়—এটি ধৃষ্টতা।

উৎসবগুলো সেই মন্দিরের অপেক্ষায়, যা কেবল ঈশ্বরই পুনঃস্থাপন করতে পারেন

তোরাহ এই উৎসবগুলোকে বলে “তোমাদের বংশপ্ররোচনায় চিরস্থায়ী বিধান” (লেবীয় পুস্তক 23:14; 23:21; 23:31; 23:41)। শাস্ত্রের কোথাও—আইন, নবী বা সুসমাচারে—এই ঘোষণা বাতিল করা হয়নি। যীশু নিজেই নিশ্চিত করেছিলেন যে আকাশ ও পৃথিবী বিলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আইনের ক্ষুদ্রতম অক্ষরও লুপ্ত হবে না (মথি 5:17-18)। আকাশ ও পৃথিবী এখনও আছে; অতএব উৎসবগুলোও আছে।

কিন্তু আজ এগুলো পালন করা যায় না, কারণ ঈশ্বর অপসারণ করেছেন:

- স্থান
- বেদী
- যাজকস্তু
- উৎসব নির্ধারণকারী বলিদান ব্যবস্থা

অতএব, ঈশ্বর যা অপসারণ করেছেন তা তিনি পুনঃস্থাপন না করা পর্যন্ত আমরা এই আদেশগুলোকে সম্মান করি তাদের পরিপূর্ণতাকে স্বীকার করে—প্রতীকী বিকল্প উদ্বাবন করে নয়। বিশ্বস্ততা মানে ঈশ্বরের নকশাকে সম্মান করা, তা পরিবর্তন করা নয়।